প্রাথমিক স্তরের পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের বৈশিষ্ট্য

- শিক্ষানীতি-২০১০ এর রূপরেখার ভিত্তিতে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয়েছে।
- জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর নির্দেশনা অনুসারে শিশুর নিরাপত্তা বিষয়টি পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে সংযোজন করা হয়েছে।
- পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ২২টি থেকে ১৩টি ও প্রান্তিক যোগ্যতাগুলো ৫০টি থেকে ২৯টি পর্যালোচনা ও পুন:নির্ধারণ করা হয়েছে।
- প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে প্রচলিত শিক্ষাক্রমে শিখনফল ও পরিকল্পিত কাজ ছিল না। বর্তমান শিক্ষাক্রমে শিখনফল ও শ্রেণিভিত্তিক পরিকল্পিত কাজ সম্পূর্ণ নতুনভাবে লেখা হয়েছে।
- প্রায় সকল শিখনফলের বিপরীতে পরিকল্পিত কাজ এবং বিজ্ঞান বিষয়ের জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিক্ষণ/প্রদর্শন নতুনভাবে সংযোজন করা হয়েছে।
- প্রচলিত শিক্ষাক্রমে পরিকল্পিত কাজ ছিল শিক্ষকের কাজ হিসেবে, পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে তা শিক্ষার্থীর অনুশীলন কাজ হিসেবে দেওয়া হয়েছে।
- পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০, জাতীয় শিশু নীতি, শিশু শ্রম নীতি, সবার জন্য শিক্ষা, সহস্রাব্দ লক্ষ্য-মাত্রা অর্জন, ভিশন-২০২১ সহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে।
- পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে ভাষা শিক্ষণ-বিজ্ঞানের আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রণয়ন করা হয়েছে যা প্রচলিত শিক্ষাক্রমে নেই।
- গণিতের ক্ষেত্রে বিভিন্ন চিত্র ও তথ্যকে গাণিতিক রাশিতে প্রকাশ করার বিষয়টি সম্পূর্ণ নতুনভাবে সংযোজন করা হয়েছে।
- সুকোমল মনের অধিকারী শিশুমনে দেশপ্রেম ও দেশের প্রতি ভালোবাসার উন্মেষ ঘটানোর প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে তাদের সামনে জাতীয় ইতিহাস, জাতির পিতার জীবনী, অন্যান্য মনিষীদের জীবনী, মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস, জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির (ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বাদের সংস্কৃতিসহ) সাথে ধারাবাহিকভাবে পরিচিত করানো হয়েছে।
- যুগের চাহিদা ও বাস্তবতার সাথে নতুন কিছু বিষয় যেমন বিভিন্ন প্রতিকূলতা ও দুর্যোগকে শিশু যাতে মোকাবেলা করতে পারে সে সম্পর্কে ধারণা দেওয়া। বাংলাদেশ বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মানব কর্মকান্ডের কারণে নানা প্রতিকূলতা ও দুর্যোগের সম্মুখীন হচ্ছে যার নেতিবাচক প্রভাব শিশুদের উপরও পড়ছে। শিশু যাতে এসব প্রতিকূলতা ও দূর্যোগের কাছে নিজেকে নাজুক না মনে করে বরং এগুলো মোকাবেলার অভ্যাস গড়ে তুলতে সক্ষম হয় সে বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে।
- সমাজে সকল নারী-পুর ষ, পেশাজীবী, ধনী-দরিদ্র, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুসহ সকলকে সমানভাবে গ্রহণ করা ও সহযোগিতা ও সম্প্রীতির মানসিকতা তৈরি করার জন্যে কিছু নতুন বিষয় সংযোজিত হয়েছে।
- পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে বিভিন্ন বিষয়বস্তু যাতে সহজবোধ্য হয় এবং শিশু সেগুলো আনন্দের সাথে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, মুখস্ত করতে না হয় সেসকল দিকে লক্ষ্য রেখে শিখন-পদ্ধতি, পরিকল্পিত কাজ এবং লেখক ও অঙ্কন-শিল্পীদের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

- বিজ্ঞানকে যান্ত্রিকভাবে উপস্থাপন না করে বরং পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে এবিষয়টি একটি সজীব, গতিশীল, আনন্দদায়ক ও সৃজনশীল কর্মকান্ডরূপে উপস্থাপন করা হয়েছে।
- জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যথাযথ গুর"ত্ব তুলে ধরে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমকে সাজানো হয়েছে।
- পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে ইংরেজি বিষয়ে filling out forms, interview, pronunciation, stress, intonation এগুলো শিশুদের মাধ্যমে অনুশীলন করার উপর গুর"ত্ব দেয়া হয়েছে।
- বিষয়বস্তুর বোঝা অনেকাংশেই লাঘব করা হয়েছে।
- জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর নির্দেশনা অনুসারে প্রাথমিক স্তরের ধর্ম শিক্ষার সাথে (ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্ট) শিক্ষাক্রমে নৈতিক শিক্ষা সংযোজন করা হয়েছে।
- **পরিবেশ পরিচিতি-সমাজ** পাঠ্যপুস্তকের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছে **বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়**।
- **পরিবেশ পরিচিতি-বিজ্ঞান** পাঠ্যপুস্তকের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছে **প্রাথমিক বিজ্ঞান**।
- **ইসলাম শিক্ষা, হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ও খ্রিষ্টধর্ম** পাঠ্যপুস্তকের নাম পরিবর্তন করে যথাক্রমে রাখা হয়েছে **ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা, হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা, বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা ও খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা**।

প্রাথমিক স্তরের পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের বৈশিষ্ট্য

বাংলা

- প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে প্রচলিত শিক্ষাক্রমে শিখনফল ও পরিকল্পিত কাজ ছিল না। বর্তমান শিক্ষাক্রমে শিখনফল ও শ্রেণিভিত্তিক পরিকল্পিত কাজ সম্পূর্ণ নতুনভাবে লেখা হয়েছে
- পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থীর ভাষিক দক্ষতা অর্জনের উপর বিশেষ গুর"ত্ব প্রদান এবং ধাপে ধাপে শিক্ষার্থীর ভাষিক দক্ষতা অর্জনের জন্য শিখনফলসমূহ সুনির্দিষ্ট ও সুবিন্যস্ত করা হয়েছে
- প্রান্তিক যোগ্যতাগুলো পুনর্নির্ধারিত ও নতুনভাবে বিন্যস্ত
- বিস্তৃত শিক্ষাক্রম কর্ম-কেন্দ্রিক (Activity based)
- পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে শিক্ষানীতি ২০১০ এর রূপরেখা প্রতিফলিত
- একুশ শতকের বাস্তবতাকে ধারণ করা হয়েছে
- নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের কাছে বাংলাভাষা শেখা যেন আনন্দদায়ক ও উপযোগী হয় এমন করে তা উপস্থাপন করা হয়েছে
- শিখনফলের সাথে যথাযথ সংগতি রেখে ভাববস্তু ও বিষয়বস্তু সন্নিবেশ করা হয়েছে
- পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে বাংলা বর্ণমালার ক্রম অক্ষুন্ন রেখে বাক্যানুক্রমিক পদ্ধতিতে শব্দ ও বাক্যের মিশ্র পদ্ধতি যেন অনুসরণ করা হয়, সেবিষয়ে লেখক নির্দেশনায় সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে
- পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম ভাষা শিক্ষণ–বিজ্ঞানের আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রণীত
- শিখনফল নতুনভাবে সংযোজিত হওয়ায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন , পাঠদান ও মূল্যায়ন সুসংবদ্ধ হবে
- বিষয়বস্তুর বোঝা অনেকাংশে লাঘব করা হয়েছে
- লেখক ও অঙ্কনশিল্পীদের জন্য নির্দেশনা সুস্পষ্টভাবে লেখা হয়েছে।

গণিত

- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এবং যৌক্তিক কারণে বর্তমান গণিত শিক্ষাক্রমের কয়েকটি প্রান্তিক যোগ্যতা একীভূত করা হয়েছে, যার ফলে প্রস্তাবিত শিক্ষাক্রমে প্রান্তিক যোগ্যতার সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু এগুলো প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রান্তিক যোগ্যতায় সংযোজন করা হয়েছে। যেমন, ''সরলীকরণ'' প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংযোজন করে এতদসংক্রান্ত প্রান্তিক যোগ্যতা বাদ দেয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে ''ঐকিক নিয়ম'' সংক্রান্ত প্রান্তিক যোগ্যতা বিভিন্ন প্রান্তিক যোগ্যতায় সংযোজন করায় এতদসংক্রান্ত প্রান্তিক যোগ্যতা বাদ দেয়া হয়েছে।
- প্রায় সকল শিখনফলের বিপরীতে পরিকল্পিত কাজ প্রদান করা হয়েছে, যা শিক্ষার্থীরা নিজেরা সম্পন্ন করবে এবং আনন্দ সহকারে গণিত আয়ত্ত্ব করতে পারবে।
- বিভিন্ন চিত্র ও তথ্যকে গাণিতিক রাশিতে প্রকাশ করার বিষয়টি সংযোজন করা হয়েছে যা পূর্বে ছিল না।
- তথ্য প্রযুক্তির সাথে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেয়ার অভিপ্রায়ে কম্পিউটারের সহজ ধারণা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- লেখক নির্দেশনায় বিষয়বস্তু উপস্থাপনায় অধিক কর্মকেন্দ্রিক করার এবং সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে চিত্র সংযোজনের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। অধিকন্তু, কথায় বর্ণিত সমস্যাসমূহকে যতদূর সম্ভব জীবনঘনিষ্ঠ বিষয়বস্তুর মধ্য দিয়ে উপস্থাপনার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। উলেণ্টখ্য ১ম ও ২য় শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের জন্য পরিকল্পিত কাজ এবং লেখকের জন্য নির্দেশনা প্রচলিত শিক্ষাক্রমে ছিল না যা এখন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

Changes in Revised Curriculum
Subject: English
Classes: 1-5

The purpose of teaching English at primary level is to help students develop competence in all four language skills in English through meaningful and enjoyable activities. The primary curriculum has been revised in the light of the National Education Policy, 2010, which emphasizes learning English for communicating locally and globally.

- The new English Curriculum has perceived the word 'curriculum' from a global perspective and hence set the teaching-learning activities in a more global context. For example:
- It has included 'filling out forms', interview, etc. in the planned learning activities in class-5.
- Emphasis has been given on Listening and Speaking as the foundation on which to develop Reading and Writing skills. Content for pronunciation, stress and intonation have been specified for each class.
- Topics/themes have been suggested in a way that would help students address the needs of real life situations, for example, authentic texts such as announcements, instructions with or without signs/symbols, medical instructions, etc.
- Suggestions have been made to include audio video materials for the development of Listening and Speaking skills, particularly for pronunciation.
- Planned activities against most of the learning outcomes have been presented in a way to indicate teacher and student activities separately.

বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়

- প্রাথমিক স্তরের *বাংলাদেশ পরিচিতি* বিষয়ের শিক্ষাক্রমের উপস্থাপন ও বিন্যাসে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে শিশুর অভিজ্ঞতা সমন্বয়ের প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে।
- বাংলাদেশের জাতীয় ও সামাজিক পরিমন্ডলের পরিবর্তিত বিষয়ের প্রতিফলন ছাড়াও বহির্বিশ্ব সম্পর্কে শিশুর কৌতুহল মেটানোর চেষ্টা করা হয়েছে।
- পরিমার্জিত এ শিক্ষাক্রমে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০, জাতীয় শিশু নীতি, শিশু শ্রম নীতি, সবার জন্য শিক্ষা, সহস্রাব্দ লক্ষ্য-মাত্রা অর্জন, ভিশন-২০২১ সহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে।
- প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে প্রচলিত শিক্ষাক্রমে শিখনফল ও পরিকল্পিত কাজ ছিল না। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে সম্পূর্ণভাবে নতুন করে লেখা হয়েছে।
- সুকোমল মনের অধিকারী শিশুমনে দেশপ্রেম ও দেশের প্রতি ভালোবাসার উন্মেষ ঘটানোর প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে তাদের সামনে জাতীয় ইতিহাস, জাতির পিতার জীবনী, অন্যান্য মনিষীদের জীবনী, মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস, জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির (ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বাদের সংস্কৃতিসহ) সাথে ধারাবাহিকভাবে পরিচিত করানো হয়েছে।

- যুগের চাহিদা ও বাস্তবতার সাথে নতুন কিছু বিষয় যেমন বিভিন্ন প্রতিকূলতা ও দুর্যোগকে শিশু যাতে মোকাবেলা করতে পারে সে সম্পর্কে ধারণা দেওয়া। বাংলাদেশ বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মানব কর্মকান্ডের কারণে নানা প্রতিকূলতা ও দুর্যোগের সম্মুখীন হচ্ছে যার নেতিবাচক প্রভাব শিশুদের উপরও পড়ছে। শিশু যাতে এসব প্রতিকূলতা ও দূর্যোগের কাছে নিজেকে নাজুক না ভেবে বরং এগুলো মোকাবেলার অভ্যাস গড়ে তুলতে সক্ষম হয় সে বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে।
- জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কেও তাদের ধারণা দেওয়ার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।
- সমাজে সকল নারী-পুর"ষ, পেশাজীবী, ধনী-দরিদ্র, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু সহ সকলকে সমানভাবে গ্রহণ করা ও সহযোগিতা ও সম্প্রীতির মানসিকতা তৈরি করার জন্যে কিছু নতুন বিষয় সংযোজিত হয়েছে।
- শিশুর নিরাপত্তার বিষয়টি লক্ষ রেখে যুগোপযোগী বিষয়ে তাকে প্রয়োজনীয় ধারণা দেওয়া হয়েছে যাতে এ বিষয়ে তার সচেতনতা গড়ে ওঠে।
- বিভিন্ন বিষয়বস্তু যাতে সহজবোধ্য হয় এবং শিশু সেগুলো আনন্দের সাথে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, মুখস্থ করতে না হয় সেসব দিকে লক্ষ রেখে শিখন পদ্ধতি, পরিকল্পিত কাজ ও লেখক ও অঙ্কনশিল্পীদের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। শিক্ষাক্রমে উলিণ্ঢখিত শিখন পদ্ধতি, পরিকল্পিত কাজ ও নির্দেশনা যাতে বাস্তবায়িত হয় সে উদ্দেশ্যে এগুলোকে আকর্ষণীয়, বাস্তব, নিকট পরিবেশের উপাদান ব্যবহার এর মাধ্যমে অংশগ্রহণমূলক করার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রাথমিক বিজ্ঞান

- দীর্ঘদিন বিজ্ঞান-প্রায়শ একটি যান্ত্রিক বিষয়রূপে বিবেচিত হয়ে এসেছে। মৌখিকভাবে অনুসন্ধিৎসা, সৃজনশীলতা, উদ্ভাবনী দক্ষতা, প্রশ্ন প্রবণতার কথা উচ্চারিত হলেও প্রচলিত শিক্ষাক্রমে এর প্রতিফলন ঘটেনি। মুখস্থবিদ্যা, প্রতিষ্ঠিত উপাত্ত ও তথ্য অপরিবর্তী বিষয়রূপে শিক্ষার্থীদের কাছে গুরূত্ব পেয়ে এসেছে। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে এবিষয়টি একটি সজীব, গতিশীল, আনন্দদায়ক ও সৃজনশীল কর্মকান্ডরূপে উপস্থাপন করা হয়েছে।
- বিজ্ঞান শিক্ষার মূল লক্ষ্য কুসংস্কারমুক্তি, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন এবং বিকাশমান বিজ্ঞানের কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ। এজন্য শিক্ষার্থীর মনে এই উপলব্ধি জাগাবার চেষ্টা চলেছে যে প্রকৃতির সমস্ত ঘটনাই কার্যকারণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।
- শিক্ষার্থী যাতে তাৎক্ষণিকভাবে ও প্রত্যক্ষভাবে তার শিক্ষার মাধ্যমে আনন্দলাভ করে, শিক্ষাক্রমে বিষয় নির্বাচনে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে।
- যে বিষয়গুলো বিশেষভাবে গুর"ত্ব পেয়েছে তা হলো - মহাকাশ ও বিশ্বজগত, পরিবেশ, কৃষি, শিশুর স্বাস্থ্য, প্রাকৃতিক দূর্যোগ, শিশুর নিরাপত্তা। বিষয়গুলো আগেও ছিল কিন্তু নতুন উদ্ভাবনী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এবং শিশুর নিজের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিষয়গুলোকে শিশুর বোধগম্য ও আকর্ষণীয় করার চেষ্টা নেওয়া হয়েছে।
- বিজ্ঞানমনস্কতা সৃষ্টির জন্য এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচিত করতে বিজ্ঞান শিক্ষাকে কিছুটা মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে, দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে, সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে, শিশুর মনস্তত্ত্ব ও নিজস্ব ঝোক বিবেচনায় এনে গ্রন্থ রচনার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে

বিজ্ঞানীদের জীবনী ও তাদের আবিস্কারের কাহিনি সহজ ভাষার আবহে উপস্থাপনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

- আধুনিক বিজ্ঞানের গুর"ত্ব, বিশেষ করে পরিবেশ সংরক্ষণে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব জানতে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির গুরূত্ব তুলে ধরতে এ শিক্ষাক্রমকে বিশেষভাবে সাজানো হয়েছে।

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষার পরিমার্জিত উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতার আলোকে ইসলাম শিক্ষা বিষয়ের নতুন সংযোজিত বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

- শিক্ষার্থীদের জীবনে আলণ্ঢাহ তা'আলার প্রতি বিশ্বাসের প্রভাব সৃষ্টি করা।
- আলণ্ঢাহর সৃষ্টির প্রতি ভালবাসায় উদ্দীপ্ত করা।
- আলণ্ঢাহর গুণাবলির আলোকে তাদের নৈতিক ও চারিত্রিক উন্নতি সাধন।
- ইবাদত বা ধর্মীয় অনুশাসন অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলি অর্জনে উদ্বুদ্ধ করা।
- ধর্মীয় অনুশাসন অনুশীলনের মাধ্যমে নিজ ধর্ম পালনে আন্তরিক করা এবং সকল ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করা।
- আখলাক ও নৈতিক গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে ভাল-মন্দের পার্থক্য নিরূপণে সক্ষম করা এবং তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা।
- ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে সকলের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের মানসিকতা গড়ে তোলা এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত করা।
- মানবাধিকার, আন্তর্জাতিকতাবোধ ও বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ করা।
- দেশপ্রেমে ও জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধকরা।
- ধর্মপালনে সক্ষম ও আন্তরিক করে গড়ে তোলা।
- নবী রাসূলগণের জীবনাদর্শ জানা এবং তাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া, নিজ নবী ও ধর্ম প্রবর্তকের জীবনাদর্শ অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করা।
- পরিবেশ উন্নয়ন ও সংরক্ষণে সতর্ক করা।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার সহজ কৌশল শেখানো।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে ত্যাগের মনোভাব ও পরমতসহিষ্ণুতা সৃষ্টি করা।
- মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে দেশ গড়ার কাজে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।
- মুক্তচিন্তা ও গণতন্ত্রমনস্ক করা।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলা।

এই বিষয়গুলো যাতে সকল পাঠে প্রতিফলিত হয় সেব্যাপারে পাঠ্যপুস্তক প্রণেতার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর আলোকে ২০১১ সালের পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের রূপরেখার ভিত্তিতে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রম হিসেবে প্রচলিত হিন্দুধর্ম শিক্ষা বিষয়ক শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয়েছে। এ পরিমার্জনের স্বরূপ নিম্নে উলেণ্ঢখ করা হলো :

- প্রচলিত শিক্ষাক্রমে হিন্দুধর্ম শিক্ষা বিষয়ের জন্য নৈতিক শিক্ষার কোনো উলেণ্ঢখ ছিল না। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত যে বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে সেখানে নৈতিক শিক্ষার উপর অধিক গুর"ত্ব দিয়ে অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফল চিহ্নিত করা হয়েছে।
- প্রচলিত শিক্ষাক্রমের শুধুমাত্র বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রের উলেণ্ঢখ ছিল। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে আবেগীয় ক্ষেত্র ও প্রযোজ্য স্থলে মনপেশীজ ক্ষেত্রের সন্নিবেশ করা হয়েছে।
- প্রান্তিকযোগ্যতা ১৬টির স্থলে ০৯টি নির্ধারণ করা হয়েছে।
- প্রচলিত শিক্ষাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে কোনো শিখনফল ছিল না। বর্তমানে এটি নির্ধারণ করে সংযোজন করা হয়েছে।
- পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে একই বিষয়বস্তুকে পুনরাবৃত্তি না করে বিভিন্ন শ্রেণিতে পৃথকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।
- পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের দিকে লক্ষ্য রেখে বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হয়েছে।
- নৈতিক ও সামাজিক গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে ভালো-মন্দের পার্থক্য নিরূপণে সক্ষম করে তোলার উপর গুর"ত্ব প্রদান করা হয়েছে।
- মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত হওয়ার প্রতি গুর"ত্ব দেওয় হয়েছে।
- শিক্ষার্থীর ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি চেতনার উন্মেষ ও বিকাশের জন্য পূজা-পার্বণ ও উৎসব-অনুষ্ঠান সম্পর্কিত বিষয় পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে গুর"ত্বের সাথে উপস্থাপন করা হয়েছে।
- ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে নারীপুর"ষসহ সকলের সঙ্গে সম্প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের মানসিকতা গড়ে তোলা এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত করা।
- মানবাধিকার, আন্তর্জাতিকতা ও বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ করা।
- হিন্দুধর্মের অবতারপুর"ষ, মুনি-ঋষি, মহাপুর"ষ ও মহীয়সী নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া এবং তাঁদের জীবনাদর্শ ও শিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।
- পরিবেশ, প্রকৃতি, উদ্ভিদ ও প্রাণিজগৎকে ভালোবাসা এবং সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ করা।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে উদারতা ও ত্যাগের মনোভাব সৃষ্টি করা এবং পরমতসহিষ্ণুতা প্রদর্শনে উদ্বুদ্ধ করা।
- বিভিন্ন মত ও পথের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।
- নৈতিক শিক্ষা অর্জনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা।
- পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে লেখক ও অঙ্কনশিল্পীদের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

- পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের জন্য নির্ধারিত প্রান্তিক যোগ্যতার উপর ভিত্তি করে প্রচলিত শিক্ষাক্রমের ১৭ টি প্রান্তিকযোগ্যতা পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে ১৬ টি বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে।

- পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে সংযোজিত নতুন অধ্যায়গুলো হলো : বাংলাদেশে প্রচলিত ধর্মমত, নিত্যকর্ম, আন্তধর্মীয় ও সামাজিক সম্প্রীতি, উৎসব ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান, দেশপ্রেম এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, বৌদ্ধধর্মের আলোকে প্রকৃতি ও পরিবেশ।
- পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা, অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফলে নীতি-নৈতিকতাবোধ, সচ্চরিত্র গঠন, কর্তব্যবোধ, শিষ্টাচার, সৌজন্যতা ও ভদ্রতাবোধ, অসাম্প্রদায়িক চেতনা, আন্তধর্মীয় সম্প্রীতি, দেশপ্রেম ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, প্রকৃতি ও পরিবেশের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
- ধর্মপালনে সক্ষম ও আন্তরিক করে গড়ে তোলা।
- বুদ্ধের পাঁচজন শিষ্য-প্রশিষ্যের জীবনচরিত জানা এবং তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া ও নিজধর্ম প্রবর্তকের জীবনাদর্শ অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করা।
- পরিবেশ উন্নয়ন ও সংরক্ষণে সতর্ক করা।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সহজ কৌশল শেখানো।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে ত্যাগের মনোভাব ও পরমতসহিষ্ণুতা সৃষ্টি করা।
- মুক্তিচিন্তা ও গণতন্ত্রমনস্ক করা।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলা।
- প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণির বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতায় আংশিক পরিবর্তন করা হয়েছে।
- বিষয়বস্তুর আলোকে শ্রেণিভিত্তিক কিছু নতুন ছবি সংযোজনের সুপারিশ করা হয়েছে।
- পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে লেখক ও অঙ্কনশিল্পীদের জন্য নির্দেশিকা প্রদান করা হয়েছে

খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষার শিক্ষাক্রম বরাবরই খ্রিষ্টীয় মূল্যবোধের আলোকে জীবন গঠনের উপর সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়। প্রচলিত শিক্ষাক্রমেও তা-ই করা হয়েছিল। তবে প্রচলিত খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষাক্রমের সাথে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের একটা প্রধান পার্থক্য হলো এই যে, এবার ধর্মীয় মূল্যবোধের পাশাপাশি বেশ কিছু মানবীয় ও নৈতিক মূল্যবোধের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শিক্ষাক্রমটি এমনভাবে পরিমার্জন করা হয়েছে যাতে, ধর্মশিক্ষা শিক্ষার্থীদেরকে শুধু তত্ত্বগত ধর্মীয় জ্ঞানদান করেই ক্ষান্ত না হয়, বরং তা যেন তাদের জীবনের সার্বিক দিকগুলোকে, অর্থাৎ তাদের আবেগীয়, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, স্বাস্থ্যগত এবং মনোপেশীজ দিকগুলোকেও প্রভাবিত করে।

খ্রিষ্টধর্মের শিক্ষাক্রমটি পরিমার্জিত এমনভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে যাতে শিক্ষার্থীরা ভালো-মন্দের পার্থক্য বুঝতে শেখে, মন্দকে পরিহার করে ও ভালোকে গ্রহণ করার মাধ্যমে নৈতিক ও চরিত্রবান ব্যক্তি হয়ে উঠে। শিক্ষার্থীরা নিজেদেরকে তথা নিজেদের সবলতা ও দুর্বলতাগুলো আবিষ্কার করার মাধ্যমে নিজেদেরকে ভালোরূপে চিনতে পারে এবং এভাবে প্রথমে ঈশ্বরকে, অতঃপর ঈশ্বরের সৃষ্ট সকল প্রাণী ও প্রকৃতিকে তাদের নিজ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী চিনতে পারে ও তাদের সম্মান করে ও ভালোবাসে। তারা যেন অন্য সকল মানুষকেও - নারী ও পুরুষ, বৃদ্ধ ও শিশু, ধনী ও গরিব সকলকে সমান মর্যাদা দেয়, ভালোবাসে; সে যেন পরার্থপর ও সেবাকাজে ব্রতী মানুষ হতে শুরু করে এবং সারা জীবন তার এই প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে পারে।

তবে এই মহতী লক্ষ্যটি পুরোপুরিভাবে অর্জন নির্ভর করবে শিক্ষকদের শিক্ষাদান কৌশলের উপর, অর্থাৎ তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনে বিশ্বাসের দাবী অনুসারে গভীরভাবে জীবন যাপনের উপর।

- ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে সকলের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের মানসিকতা গড়ে তোলা এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত করা।
- মানবাধিকার, আন্তর্জাতিকতাবোধ ও বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ করা।
- দেশপ্রেমে ও জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ করা।
- ধর্মপালনে সক্ষম ও আন্তরিক করে গড়ে তোলা।
- ঈশ্বরের আহুত বিশেষ ব্যক্তিদের সম্পর্কে অবগত হওয়াও তাদের আদর্শ অনুসারে চলা।
- পরিবেশ উন্নয়ন ও সংরক্ষণে সতর্ক করা।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার সহজ কৌশল শেখানো।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে ত্যাগের মনোভাব ও পরমতসহিষ্ণুতা সৃষ্টি করা।
- মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে দেশ গড়ার কাজে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।
- মুক্তচিন্তা ও গণতন্ত্রমনস্ক করা।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলা।

এই বিষয়গুলো যাতে সকল পাঠে প্রতিফলিত হয় সেব্যাপারে পাঠ্যপুস্তক প্রণেতার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

শারীরিক শিক্ষা

- পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে নতুনভাবে শিখনফল ও পরিকল্পিত কাজ সংযোজন করা হয়েছে।
- পূর্বে প্রান্তিকযোগ্যতা ছিল ০৮(আট) টি, বর্তমানে তা বাড়িয়ে ১০(দশ) টি করা হয়েছে।
- প্রচলিত শিক্ষাক্রমে পরিকল্পিত কাজ ছিল শিক্ষকের কাজ হিসেবে, বর্তমানে তা শিক্ষার্থীর জন্য Activity Based করা হয়েছে।
- সারা বিশ্বে শারীরিক শিক্ষার মূল হিসেবে ০৬ টি Standard কে গুর"ত্ব প্রদান করে থাকে। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে এই ০৬ টি Standard কে আমাদের দেশের প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে পরিমার্জন করা হয়েছে।
- শিখনফলের ভাষাগত পরিবর্তন ও নতুন কিছু শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে।
- বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিকযোগ্যতার ভাষাগত পরিবর্তন ও তার সাথে নতুন বিষয় যুক্ত করা হয়েছে।
- কিছু অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা শ্রেণি অনুযায়ী বিন্যাস্ত করা হয়েছে।
- লেখক, অঙ্কনশিল্পীদের জন্য নির্দেশনার ক্ষেত্রে পরিবর্তন ও পরিমার্জন করা হয়েছে।

চার" ও কার"কলা

- প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে প্রচলিত শিক্ষাক্রমে শিখনফল ও পরিকল্পিত কাজ ছিল না। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে সম্পূর্ণভাবে নতুন করে লেখা হয়েছে।
- প্রচলিত শিক্ষাক্রমে প্রান্তিকযোগ্যতা ছিল ১৫(পনের) টি, বর্তমানে তা সমন্বিতভাবে ১৩(তের) টি করা হয়েছে।
- প্রচলিত শিক্ষাক্রমে পরিকল্পিত কাজ ছিল শিক্ষকের কাজ হিসেবে, বর্তমানে তা শিক্ষার্থীর জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে।
- অংকনের ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।
- হাতের লেখা সুন্দর করার প্রতি গুর"ত্ব আরোপ করা হয়েছে।
- শিখনফলে পরিবর্তন আনা হয়েছে।
- অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা শ্রেণি অনুযায়ী বিন্যাস করা হয়েছে।
- স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মাতৃভূমির প্রতি মমত্ববোধ বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করে তোলার সুযোগ রাখা হয়েছে।
- দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে প্রাধান্য দিয়ে শিক্ষাক্রমে পরিবর্তন আনা হয়েছে।
- শিক্ষক, লেখক, অঙ্কনশিল্পীদের জন্য নির্দেশনার ক্ষেত্রে পরিবর্তন ও পরিমার্জন করা হয়েছে।
- নৈতিক শিক্ষা ও মূল্যবোধের প্রতি পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে গুর"ত্ব আরোপ করা হয়েছে।

সংগীত

- বর্তমান পরিমার্জিত ও নবায়নকৃত শিক্ষাক্রমের প্রান্তিক যোগ্যতায় কোন কাজই ছোট নয় তা শিক্ষার্থীদের মনে প্রতিফলিত করার উদ্দেশ্যে শ্রমের মর্যাদা বিষয়ক একটি অতিরিক্ত প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করে সংযোজন করা হয়েছে। এর ফলে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে প্রান্তিক যোগ্যতার সংখ্যা হয়েছে দশটি।
- দ্বিতীয় শ্রেণিতে ছড়াগান 'মেঘের কোলে রোদ হেসেছে' এর পরিবর্তে 'আমরা সবাই রাজা' গানটি চয়ন করা হয়েছে।
- তৃতীয় শ্রেণিতে লোকসংগীত 'আজ বাহাহাল করিয়া' এর পরিবর্তে 'আলণ্ডা মেঘ দে পানি দে' গানটি চয়ন করা হয়েছে। এছাড়া তৃতীয় শ্রেণিতে নতুন গান হিসেবে 'নিজের হাতে কাজ কর' গানটি সংযোজন করা হয়েছে।
- চতুর্থ শ্রেণিতে উদ্দীপনামূলক গান 'মোরা ঝঞ্ঝার মত উদ্দাম' এর পরিবর্তে 'চল্ চল্ চল্' গানটি চয়ন করা হয়েছে।
- পঞ্চম শ্রেণিতে প্রার্থনা সংগীত 'শুভ্র সমুজ্জ্বল হে চির নির্মল' এর পরিবর্তে 'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে' গানটি চয়ন করা হয়েছে। এর পাশাপাশি 'অথবা' দিয়ে একটি নতুন হাম্দ 'এই সুন্দর ফুল সুন্দর ফল' চয়ন করে সংযোজন করা হয়েছে। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গান 'নোঙ্গর তোল তোল' গানটির পরিবর্তে 'রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি বাংলাদেশের নাম' গানটি চয়ন করা হয়েছে।
- জাতীয় সংগীত 'আমার সোনার বাংলা' রণ সংগীত 'চল্ চল্ চল্' এবং ভাষা সংগীত 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো ২১ শে ফেব্রুয়ারি গান ৩টি প্রথম শ্রেণি থেকে গাইবার জন্য বলা হয়েছে।
- শহীদ দিবসের গান 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো' গানটি দ্বিতীয় শ্রেণি থেকে গাইবার জন্য বলা হয়েছে।

Foot Note :

'রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি'-

গীতিকার-আবুল কাসেম সন্দ্বীপ
সুরকার-সুজেয় শ্যাম
কণ্ঠ-সমবেত (স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত)।